৫ম পাঠ ঃ

ঈশ্বরের পরিচর্যায় মণ্ডলী

যে বৎসর উষিয় রাজার মৃত্যু হয়, আমি প্রভুকে এক উচ্চ ও উন্নত সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিলাম; তাঁহার রাজ বস্ত্রের অঞ্চলে মন্দির পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার নিকটে সরাফগন দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক জনের ছয় ছয় পক্ষ, প্রত্যেকে দুই পক্ষ দ্বারা আপন মুখ আচ্ছাদন করেন, দুই পক্ষ দ্বারা চরণ আচ্ছাদন করেন, ও দুই পক্ষ দ্বারা উড্ডিন হন। আর তাঁহারা পরস্পর ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন,

"পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র বাহিনীগনের সদাপ্রভু;
সমস্ত পৃথিবী তাঁহার প্রতাপে পরিপূর্ণ।"

তখন ঘোষণাকারীর রবে শিলামূল সকল কাঁপিতে লাগিল, ও গৃহ ধুমে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।—যিশাইয় ৬:১-৪ পদ।

যতক্ষণ না আরাধনাকারী প্রভুকে দেখতে পায় ততক্ষণ তার আরাধনা খাঁটি বা সত্য নয়। যখন যিশাইয় প্রভুকে তাঁর সমস্ত গৌরব ও মহিমায় দেখতে পেয়েছিলেন, তখন তিনি তার নিজের অযোগ্যতা বুঝতে পেরেছিলেন, এবং সম্পূর্ণ নম্রতার সাথে তিনি প্রভুর সম্মুখে অবনত হয়েছিলেন। প্রভু তার অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন এবং তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। এটিই হল প্রকৃত আরাধনার ফল।

পিতা ঈশ্বর প্রকৃত আরাধনাকারীর অন্বেষণ করছেন। আরাধনা করবার জন্য তিনি আহবান করেছেন। ঈশ্বরের প্রতি এটিই হল তার পরিচর্যা। মণ্ডলীর তিন ধরনের পরিচর্যা রয়েছে—ঈশ্বরের প্রতি, নিজের প্রতি, এবং জগতের প্রতি। এই পাঠে আমরা ঈশ্বরের প্রতি—আরাধনায়, সমর্পণে এবং সেবায়—মণ্ডলীর পরিচর্যা লক্ষ্য করব।

পাঠের খসড়া

ঈশ্বরের পারিচর্যায় আরাধনা
আরাধনার যোগ্য ঈশ্বর
মণ্ডলী কিভাবে ঈশ্বরের পরিচর্যা করে।

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

- ঈশ্বরের আরাধনা খ্রীষ্টিয় জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ঈশ্বরকে এবং আরাধনা পাবার যোগ্য হিসাবে তিনি কি করেছেন, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মণ্ডলী এবং বিশ্বাসীরা কিভাবে ঈশ্বরের পরিচর্যা করে, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ঈশ্বরের প্রতি আপনার ব্যক্তিগত পরিচর্যা এবং আপনার মণ্ডলীর পরিচর্যা, এই পাঠে দেওয়া নীতিগুলির ভিত্তিতে বিচার করতে পারবেন।
- ঈশ্বরের প্রতি মণ্ডলীর পরিচর্যা কাজে অন্যদের অনুপ্রাণিত করবার আকাংখা লাভ করবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ

১। প্রথম পাঠে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে পাঠটি অধ্যয়ন করুন। পাঠের মধ্যকার সমস্ত পদগুলি পড়ুন এবং উত্তর দেখবার আগে প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

২। পাঠের শেষের পরীক্ষাটি দিন। এই পরীক্ষাটি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে পুরো পাঠের একটা সামগ্রিক ধারণা আপনি পেতে পারেন।

মূল শব্দাবলী

উপবিষ্ট	অন্তঃস্থলে	ব্যক্তিসত্তা	বিভূষিত
আচ্ছাদন	স্বীকৃতি	বস্তুগত	আধিপত্ত
অনাবিল	মুদ্রাংকিত	জ্ঞাপন	প্রক্ষালন
নৈবেদ্য	উত্তোলন	সহচার্যে	অবিচ্ছেদ্য

ঈশ্বরের পরিচর্যায় আরাধনা

আরাধনার প্রয়োজনীয়তা

লক্ষ্য ১ ঃ আরাধনা প্রয়োজনীয় কেন তার কারণ বলতে পারা।

মণ্ডলীর আরাধনাই পরিচর্যার সবচেয়ে খাঁটি দৃশ্য। ঈশ্বরের গৌরবের জন্যই আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল (যিশাইয় ৪৩ঃ৭)। তাঁর মণ্ডলীর সদস্য হিসাবে আরাধনার মাধ্যমে আমরা তাকে গৌরব প্রদান করি। আরাধনা হল মণ্ডলীর সর্বচ্চো অধিকার ও দায়িত্ব, এবং পৃথিবীতে এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। স্বর্গেও মণ্ডলীর প্রধান কর্তব্য হবে আরাধনা (প্রকাশিত ৫ঃ৮-১৩)।

১। প্রকাশিত বাক্য ৭ঃ৯-১৭ পদ পড়ুন। মহাক্লেশ বা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পার হয়ে আসা লোক সমাজ কে ?

.....

২। এই বিরাট লোক সমাজ কোথা থেকে এসেছে ?

....

৩। কেন তারা দিন রাত প্রভুর আরাধনা এবং সেবা করে ?

....

....

ঈশ্বরের পরিচর্যায় আরাধনা প্রয়োজনীয় কেন, আসুন তার কয়েকটি কারণ আমরা লক্ষ্য করি।

১। আরাধনা প্রয়োজনীয় কারণ ঈশ্বর চান যেন আমরা তাঁর আরাধনা করি—ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন যেন তারা তাঁর আরাধনা করে এবং চিরকাল তাঁর সাথে সহভাগিতা উপভোগ করে। আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে প্রথম মানুষ আদম ঈশ্বরের সাথে এক অনাবিল সহভাগিতা লাভ করেছে। সব মানুষের সাথেই ঈশ্বর এই সম্পর্ক আকাংখা করেছিলেন। কিন্তু পাপ করার ফলে আদম এই সহভাগিতা হারালেন। তাঁর পাপ স্বভাবের দ্বারা সমস্ত মানব-জাতী কলুষিত হল। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে আমরা বলতে পারি যে ঈশ্বরের সহভাগিতার এক চিরস্মরণীয় স্মৃতি আদমের মধ্য দিয়ে মানব সমাজের মধ্যে রয়ে গেল। পাপের পূর্বে আদমের সাথে ঈশ্বরের যে সহভাগিতা ছিল সেই সহভাগিতায় তিনি আমাদেরকে তার পুত্রের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে চান।

২। মানুষ আরাধনার গভীর এক আকাংখা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে—প্রত্যেক জায়গার মানুষের আরাধনা করবার কোন না কোন ধরনের পদ্ধতি রয়েছে, কারণ তাদের প্রত্যেকের অন্তরের অন্তঃস্থলে আরাধনা করবার আকাংখা রয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যে কোন ধরনের আরাধনাই সত্য। যারা খ্রীষ্টিয়ান নন, তারা যাকে ঈশ্বর বলে মনে করেন তারই আরাধনা করেন। অনেকেই বিশ্বাস

করেন যে, প্রকৃতি এবং ঈশ্বর এক। তাদের কাছে প্রকৃতিই ঈশ্বর, এবং তারা তারই আরাধনা করেন। অন্যরা তাদের নিজেদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ঈশ্বর বা দেবী বানিয়ে নিয়েছেন। আবার এমন ধরনের লোকও আছে যারা অজানা ঈশ্বরে (প্রেরিত ১৭ঃ২৩) বিশ্বাস করেন। এর ফলে তারা অন্ধের মত আরাধনা করেন—তারা যে কি ভ্রান্তির মধ্যে আছেন তাও তারা উপলব্ধি করতে পারেন না। তাদের আরাধনা অন্তঃসার শূন্য। বাইবেল বলে, "কেবল প্রভু ঈশ্বরেরই আরাধনা কর" (মথি ৪ঃ১০ নতুন ধারা)। প্রভুর আরাধনা, সৃষ্টি-কর্তার সাথে আমাদের সহভাগিতার আকাংখাকে পরিতৃপ্ত করে।

৩। আমরা যখন তাঁর আরাধনা করি তখন ঈশ্বর নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশিত করেন—সত্য ঈশ্বর, যিনি আরাধনার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি আরাধনা পেতে চান, তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর পুত্রের মাধ্যমে, তাঁর লিখিত বাক্য বাইবেলের মাধ্যমে, এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে। ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীর মধ্য দিয়েও প্রকাশিত হতে চান। কিন্তু ঈশ্বরকে প্রকাশ করতে হলে, মণ্ডলীকে প্রথমে তাঁর সাথে সহভাগিতা স্থাপন করতে হবে এবং তাঁর গৌরবের সহভাগি হতে হবে। "কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ যখন প্রভুর দিকে ফেরে তখন সেই পর্দা সরে যায়।.....এই জন্য আমরা যারা খ্রীষ্টের সংগে যুক্ত হয়েছি, আমরা সবাই খোলা মুখে আয়নায় দেখা ছবির মত করে প্রভুর মহিমা দেখতে দেখতে নিজেরাও মহিমায় বেড়ে উঠে বদলে গিয়ে তাঁরই মত হয়ে যাচ্ছি। প্রভুর, অর্থাৎ আত্মার, শক্তিতেই এটা হয়" (২ করিন্থীয় ৩ঃ১৬, ১৮)।

৪। সত্য বাক্যগুলি চিহ্নিত করুন।

ক) ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার সাথে সহভাগিতার এবং তার আরাধনা করবার জন্য।

খ) ঈশ্বরের আরাধনা করবার আকাংখা একমাত্র বৃদ্ধ বয়সেই আমরা লাভ করি।

গ) আদমের পাপে পতনের ফলে মানুষ ঈশ্বরের সহভাগিতা হারিয়েছে।

ঘ) ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করা মণ্ডলীর পক্ষে সম্ভব নয়।

ঙ) আমরা যখন আরাধনা ও বাধ্যতার মাধ্যমে প্রভুর কাছে ফিরে আসি, তখন আমরা ক্রমশঃই তার মত হয়ে উঠি।

৫। এখন আগের অংশ না দেখে, আরাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরের পরিচর্যা খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কেন তার তিনটি কারণ লিখতে চেষ্টা করুন।

....

....

....

আরাধনা কি?

লক্ষ্য ২ঃ প্রকৃত আরাধনার দুই পক্ষে যোগাযোগের বিষয়টি বর্ণনা করতে পারা।

আরাধনা শব্দটি "মূল্য প্রদান করা" বা যোগ্যতার মূল্য দেওয়া" অর্থ প্রকাশ করে। আমরা যখন আরাধনা করি তখন কোন এক-জনের মূল্য বা যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য করি। কোন কোন লোক অন্য কারও জন্য তাদের অনুভূতি প্রকাশ করার মাধ্যমে আরাধনা শব্দটির অপব্যবহার করে। অনেক সময় বলতে শোনা যায়, "আমি আমার বাবার আরাধনা করি," অথবা "সে তার ছেলেমেয়ের আরাধনা করে"। আসলে তারা যা বলতে চায় তা হল, "আমি আমার বাবাকে ভালবাসি," বা "সে তার ছেলেমেয়েকে ভালবাসে।" কিন্তু এই দুইটি ক্ষেত্রেই কাউকে মূল্য বা যোগ্যতা দেওয়ার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

আরাধনা শব্দটি সঠিক অর্থে শুধুমাত্র ঈশ্বরের জন্য পৃথক রাখা উচিত। ঈশ্বরের আরাধনার অর্থ তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি দেওয়া। তাঁর যোগ্যতা পরিমাপের অযোগ্য। সুতরাং তার যোগ্যতাকে কোনক্রমেই অবহেলা করা উচিত না। আমাদের আরাধনার সাথে তার এই যোগ্যতা বা মূল্যের সরাসরি সংযোগ থাকতে হবে। "আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর, তুমি গৌরব, সম্মান ও ক্ষমতা পাবার যোগ্য" (প্রকাশিত ৪ঃ১১)।

৬। আপনি কেন ঈশ্বরকে আপনার আরাধনায় যোগ্য বলে মনে করেন, তার কতগুলি কারণ চিন্তা করুন। এই কারণগুলি আপনার নোট খাতায় লিখুন, এবং পাঠটি পড়তে পড়তে আরো অন্য যে কারণ-গুলি দেখতে পাবেন, সেগুলিও সেখানে লিখুন।

আরাধনার শুরু হয় যখন ঈশ্বর আমাদের নিকটবর্তী হন। মানুষের সাথে সহভাগিতা শুরু করার কাজ ঈশ্বরই সব সময় প্রথমে আরম্ভ করেন। ঈশ্বর আমাদের এত কাছে আসেন যেন আমরা তাঁর মহামূল্যতা এবং প্রভা দেখতে পাই। যোহন ১ঃ১৮ পদ বলে যে কেউ কখনও ঈশ্বরকে দেখেনি। প্রাকৃতিক জগতে যে ভাবে আমরা সব কিছু দেখি সেভাবে আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাই না। আরাধনা অদৃশ্য এবং আত্মিক জগতের বিষয়, কারণ ঈশ্বর হলেন আত্মা (যোহন ৪ঃ২৪)। কিন্তু পুর্বেই আমরা বলেছি যে ঈশ্বরকে আমরা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে, তাঁর লিখিত বাক্যের মাধ্যমে, এবং খ্রীষ্টের মধ্যে দেখতে পাই।

ঈশ্বর বিভিন্নভাবে মানুষের কাছে এসেছেন। তিনি মেঘের মধ্য দিয়ে মোশির কাছে এসেছিলেন (যাত্রা ৩৪ঃ৫-৮)। তিনি মন্দিরের মধ্যে যিশাইয়র কাছে এসেছিলেন (যিশাইয় ৬ঃ১-৬)। কিন্তু বর্তমান কালের এই শেষের দিনগুলিতে, ইব্রীয় পুস্তকের লেখক বলেন যে, ঈশ্বর নিজেকে তাঁর পুত্র যীশুর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। খ্রীষ্টেই

৯—

"ঈশ্বরের মহিমা প্রতিভাত হইতেছে, তাঁহার স্বরূপও তাঁহাতে স্পষ্ট-ভাবে মুদ্রাংকিত হইয়াছে" (ইব্রীয় ১:৩ আশা, আলো, জীবন)।

যীশু বলেছেন, "যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকেও দেখেছে" (যোহন ১৪:৯)। ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে নিজেকে শিষ্যদের কাছে তুলে ধরেছেন। তারা তাকে দেখেছে, স্পর্শ করেছে, এবং তাঁর কথা শুনেছে। তারা তাঁর আরাধনা করেছে। কিন্তু পৃথিবীতে থাকবার জন্য তিনি আসেননি। তিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য ক্রুশে মরতে এসেছিলেন। এরপর তিনি পিতার কাছে ফিরে গিয়েছিলেন! তাঁর শিষ্যদের কাছে তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন: "কিছুকাল পরে আর তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না, আবার কিছুকাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে" (যোহন ১৬:১৬)।

যীশু পিতার কাছে ফিরে যাবার পর, পবিত্র আত্মাকে আমাদের সাথে থাকবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "যা তিনি (পবিত্র আত্মা) আমার কাছ থেকে শুনবেন তা-ই তোমাদের জানাবেন" (যোহন ১৬:১৫)। পবিত্র আত্মা ঈশ্বরকে তাঁর পুত্রের মাধ্যমে মণ্ডলীর কাছে প্রকাশ করেন। সুতরাং আমরা দেখতে পাই ঈশ্বর পবিত্র আত্মার মাধ্যমে মণ্ডলীতে অবস্থান করেন, এবং আমাদেরকে তাঁর নিজের কাছে আকর্ষণ করেন। যীশু বলেছেন,

> আমার পিতা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি টেনে না আনলে কেউ আমার কাছে আসতে পারে না।
> আর আমিই তাকে শেষদিনে জীবিত করে তুলব (যোহন ৬:৪৪)।

> আমাকে যখন মাটি থেকে উঁচুতে তোলা হবে, তখন আমি সবাইকে আমার কাছে টেনে আনব (যোহন ১২:৩২)।

৭। ঈশ্বরকে দেখবার যে কোন তিনটি উপায় লিখুন।

.....

.....

.....

.....

.....

আরাধনা হল ঈশ্বরের আহবানে বিশ্বাসীর সাড়া। ঈশ্বর যখন আমাদের কাছে আসেন এবং যখন আমরা তাকে চিনতে পারি, তখন এর ফলে তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সম্মান ও প্রশংসা উপচে উঠে। ঈশ্বর সত্য হয়ে উঠেন, এবং তাঁর যোগ্যতা বা মহা-মূল্যতা বুঝতে পেরে আমরা আরাধনায় সমর্পিত হই। প্রকৃত আরা-ধনা হল আত্মিক এবং সম্পূর্ণ।

ঈশ্বর হলেন আত্মা, এবং যীশু বলেছেন যে আমাদের আরাধনাকে হতে হবে "আত্মায় ও সত্যে" (যোহন ৪ঃ২৪)। আরাধনার মূল প্রকৃতি হল আন্তরিক ও আত্মিক। এটি বিশ্বাসীদের কোন বাহ্যিক অনুষ্ঠান নয়। আমাদের আত্মার সাথে ঈশ্বরের আত্মার সংযোগ রয়েছে। এই ধরনের আরাধনাই ঈশ্বর গ্রাহ্য করে থাকেন।

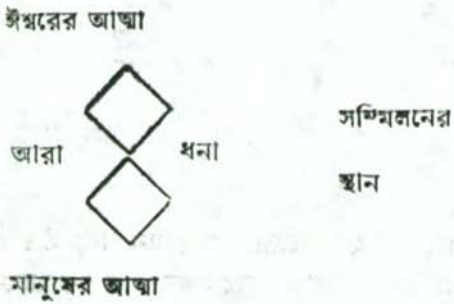

আরাধনাকারী তার সমগ্র ব্যক্তিসত্বা সহকারে সাড়া দেয়। বাইবেল বলে, "তোমার সমস্ত অন্তর, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত শক্তি ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে' (লুক ১০ঃ২৭)। আরাধনাকারীর আর কখনও প্রভুর সামনে পশু বলি নিয়ে আসার প্রয়োজন নেই, কিন্তু কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তার কাছে আসা প্রয়োজন (গীত ৫০ঃ৭-১৫)। আরাধনায় আরাধনাকারীর অনুভূতি যেমন রয়েছে তেমনি তার উপলব্ধির প্রয়োজন রয়েছে। যত বেশী আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে শিখি এবং যত ভালভাবে তাকে জানতে পাই, ততই আমরা আরো ভালভাবে সত্যে ঈশ্বরকে আরাধনা করতে পারি। গীতসংহিতায় আমরা দেখতে পাই যে মানুষ তার সমগ্র ব্যক্তিসত্বা দিয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করছে: "হে আমার প্রাণ, সদা প্রভুর ধন্যবাদ কর; হে আমার অন্তরস্থ সকল, তাঁহার পবিত্র নামের ধন্যবাদ কর,, (গীত ১০৩ঃ১)। গীত ৯৫ঃ৬ পদে গীত রচক বলেন, "আইস, আমরা প্রণিপাত করি, প্রণত হই; আমাদের নির্মাতা সদা প্রভুর সাক্ষাতে জানুপাতি"। কোন লোকের সামনে অবনত হওয়া বা হাটু পাতার অর্থ তার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হওয়া।

৮। নীচের কোনটি আরাধনার সঠিক সংজ্ঞা প্রকাশ করে ?

ক) ঈশ্বরকে ভালবাসা।

খ) ঈশ্বরের যোগ্যতা বা মহামূল্যতা বুঝতে পেরে তাঁকে সম্মান করা।

গ) ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পশু বলি দেওয়া।

৯। আরাধনা সম্পর্কে নীচের কোন বাক্যগুলি সত্য ?

ক) ঈশ্বরকে আরাধনা করবার সময় আমাদের অনুভূতি বা আবেগ থাকে।

খ) ঈশ্বরকে না 'দেখা' বা না জানা পর্যন্ত তার আরাধনা সম্ভবনয়।

গ) বর্তমানকালে ঈশ্বর শুধুমাত্র তার পুত্রের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন।

ঘ) ঈশ্বর যখন আমাদের নিকটবর্তী হন এবং আমরা যখন তার যোগ্যতা বুঝতে সক্ষম হই, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমরা সত্য আরাধনায় তার প্রতি সাড়া দেই।

ঙ) সত্য আরাধনা তখনই সম্ভব যখন আমাদের আত্মার সাথে ঈশ্বরের আত্মার সম্পর্ক থাকে।

১০। লূক ১০:২৭ ; গীত ১০৩:১ এবং গীত ৯৬:৬ পদ বিশ্বাসীর আরাধনার কোন দিক প্রকাশ করে ?

.....

১১। আপনার নিজের কথায় প্রকৃত আরাধনার দুই পথে যোগাযোগের বিষয়টি বর্ণনা করুন।

.....

.....

আরাধনার যোগ্য ঈশ্বর

ঈশ্বর কে

লক্ষ্য ৩ঃ ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম ও তাঁর চরিত্রের সাথে সম্পর্ক বর্ণনাকারী উদাহরণ দিতে পারা।

পুরাতন নিয়মের সময়ে চরিত্র বর্ণনা করবার জন্য মানুষদের প্রায়ই বিভিন্ন নাম দেওয়া হত। পুরাতন নিয়মে আমরা ঈশ্বরের অনেকগুলি নাম দেখতে পাই, এগুলি তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বর্ণনা করে। তিনি কে এবং তিনি কি করেন নামগুলি সে বিষয় আমাদের কাছে প্রকাশ করে। এগুলির সাহায্যে আমরা আরো ভালভাবে তাঁকে বুঝতে সক্ষম হই।

ঈশ্বরের নামগুলি তাঁর সন্তানদের বিভিন্ন প্রয়োজনের উত্তর দেয়। প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে কিছু যাঞ্চা করবার সময়, আমরা বাস্তব একটি উপায়ে তাঁর সাথে যোগাযোগ করি—কিন্তু এটি উপাসনা নয়। আমাদের প্রার্থনার উত্তরদানে ঈশ্বরের মহানুভবতা এবং আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর তাঁর অসীম দয়ার কারণে, আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে, আর আমরা তাঁর আরাধনা করি। আরাধনায় তাঁর যে নাম আমরা ব্যবহার করি, তা সাধারণতঃ তিনি কে এবং আমাদের জন্য তিনি কি করেছেন সেই বিষয় বর্ণনা করে।

বাইবেলে ঈশ্বরের যে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে তার সবগুলি এখানে দেওয়া সম্ভব নয়, তাই এর কয়েকটি এখানে দেওয়া হল।

জ্যোতির্গনের পিতা	যাকোব ১ঃ১৭
বাহিনীগণের ঈশ্বর	গীত ৮০ঃ৭
পবিত্রতম	ইয়োব ৬ঃ১০
জীবৎ (জীবিত) ঈশ্বর	দ্বিতীয় বিবরণ ৫ঃ২৬
যিহোবা (সদাপ্রভু)	যাত্রা ৬ঃ৩

যিহোব—যিরি—সদাপ্রভু যোগাইবেন	আদি	২২ঃ১৪
যিহোবা—নিঃষি—সদাপ্রভু আমার পতাকা	যাত্রা	১৭ঃ১৫
যিহোবা-শালেম—সদাপ্রভু শান্তি	বিচার	৬ঃ২৪
(যিহোবা-শাম্মা—সদাপ্রভু তত্র	যিহিস্কেল	৪৮ঃ৩৫
(যিহোবা-রাফা)—সদাপ্রভু আরোগ্যকারী	যাত্রা	১৫ঃ২৬
(যিহোবা-সিদ্‌কেনু)-সদাপ্রভু আমাদের ধার্মিকতা	যিরমিয়	২৩ঃ৬
(এল-শাদ্দাই)—সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর	আদি	১৭ঃ১
ঈম্মানুয়েল—আমাদের সহিত ঈশ্বর	মথি	১ঃ২৩

এই নামগুলি পড়বার সময় ঈশ্বরের চরিত্রের বিষয় কি আপনার স্মরণ হয়েছে ? এর কোন একটি নামের অর্থ কি কখনও আপনার জীবনে উপলব্ধি করেছেন ? আপনার হৃদয়ে কি তাঁর শান্তি অনুভব করেছেন ? তিনি কি আপনাকে সুস্থতা দান করেছেন ? তাঁর উপস্থিতি কি অনুভব করেন ? যদি এসমস্ত বিষয়ের অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে থাকে, তাহলে কি ভাবে আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আরাধনা ও প্রশংসা না করে চুপ করে থাকতে পারি ?

১২। বাইবেলে ঈশ্বরের নামগুলি ছাড়াও যীশু খ্রীষ্টকে এবং পবিত্র আত্মাকেও বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। তাঁদের স্ব স্ব চরিত্র এই নামগুলি প্রকাশ করে। নীচের পদগুলির প্রত্যেকটিতে খ্রীষ্টকে যে নামগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি লিখুন

ক) মথি ১ঃ২১.....

খ) মথি ১ঃ২৩.....

গ) মথি ২ঃ৪.....

ঘ) লুক ১ঃ৩২.....

ঙ) লূক ১ঃ৬৯.....

চ) ১ তীমথিয় ৬ঃ১৫.....

ছ) যিশাইয় ৯ঃ৬.....

১৩। নীচের শাস্ত্রাংশগুলিতে পবিত্র আত্মার যে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে, সেগুলি লিখুন।

ক) যোহন ১৪ঃ১৬.....

খ) সখরীয় ১২ঃ১০.....

গ) রোমীয় ৮ঃ২.....

এখন আমরা এমন তিনটি নাম লক্ষ্য করবো যেগুলি উদ্ধারকাজে মণ্ডলীর সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক বর্ণনা করে।

১। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টিকর্তা—বাইবেলের শুরুতেই আমরা ঈশ্বরকে সক্রিয় দেখতে পাই। তিনি সেই ঈশ্বর যিনি ক্ষমতার সাথে কাজ করেন। বাইবেলের প্রথম পদ আমাদের বলে যে, "আদিতে ঈশ্বর আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন", (আদি ১ঃ১)। জগৎ হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়ে যায়নি। আমাদের ঈশ্বর একজন উদ্দেশ্য সাধনকারী ঈশ্বর। তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য রয়েছে। তাঁর সৃষ্টির জন্য আমরা তাঁকে আরাধনা করি। গীত ১৯ঃ১ পদ বলে, "আকাশ মণ্ডল ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করে, বিতান তাঁহার হস্তকৃত কর্মজ্ঞাপন করে"।

১৪। গীত ১০৪ অধ্যায় পড়ুন। গীতরচক এই গীতে কেন সদা-প্রভুর আরাধনা ও প্রশংসা করছেন?

.....

মানুষ ঈশ্বরের এক বিশেষ সৃষ্টি। গীত ৮ঃ৫-৬ পদে গীতরচক মানুষ সৃষ্টি করবার জন্য প্রভুর প্রশংসা করছেন ঃ "তুমি ঈশ্বর অপেক্ষা তাহাকে অল্পই ন্যূন করিয়াছ, গৌরব ও প্রতাপের মুকুটে বিভূষিত করিয়াছে। তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাহাকে কর্তৃত্ব দিয়াছ, তুমি সকলই তাহার পদতলস্থ করিয়াছ ;"

২। ঈশ্বর আমাদের ত্রাণকর্তা—সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর তার সৃষ্টি পৃথিবীর জন্য পরিত্রাণ পরিকল্পনা করেছেন। যে দিন মানুষ পাপে পতিত হয়েছিল সেই দিন থেকে ঈশ্বর তাকে উদ্ধার করবার জন্য কাজ করে এসেছেন। তিনি যীশু খ্রীষ্টকে জগতে পাঠিয়েছিলেন মানুষকে উদ্ধার করবার জন্য, তার ত্রাণকর্তা হবার জন্য। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে মানুষকে রক্ষা করেন, কিন্তু এছাড়াও তিনি সমস্ত জগতকে উদ্ধার করবেন বলেও প্রতিজ্ঞা করেছেন (ইফিষীয় ১ঃ১০)। যে কেউ তাঁর নামে ডাকবে সে পরিত্রাণ পাবে।

পরিত্রাণকর্তাকে ঈশ্বরের মেষশাবক বলা হয়েছে কারণ জগতের পরিত্রাণের জন্য তাকে প্রায়শ্চিত্ত বলি হিসাবে উৎসর্গ করা হয়েছে। তাঁর পরিত্রাণের জন্য তাকে আরাধনা করা প্রয়োজন। বিশ্বের প্রত্যেক প্রাণী তাঁর প্রশংসা গান করবে, "……সেই মেষ—শিশুর চির-কাল প্রশংসা, সম্মান, ক্ষমতা আর গৌরব হোক" (প্রকাশিত বাক্য ৫ঃ১৩)।

৩। ঈশ্বর আমাদের অনন্তকালীন রাজা—"যিনি সমস্ত যুগের রাজা, যাঁর কোন ক্ষয় নেই এবং যাঁকে দেখা যায় না, চিরকাল সেই একমাত্র ঈশ্বরের সম্মান ও গৌরব হোক্। আমেন" (১ তীমথিয় ১ঃ১৭)। আমরা ঈশ্বরের আরাধনা ও প্রশংসা করি কারণ তিনি অনন্তকালীন ঈশ্বর। "হে প্রভু, তুমিই আমাদের বাসস্থান হইয়া আসিতেছ, পুরুষে পুরুষে হইয়া আসিতেছ।……এমন কি, অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল তুমিই ঈশ্বর" (গীত ৯০ঃ১, ২)। তাঁর সময়ের

কোন শুরু বা শেষ নেই—তিনিই প্রথম ও শেষ (প্রকাশিত বাক্য ১ঃ৮ ; ২১ঃ৬)।

অনন্তকালীন রাজার শাসনের মধ্যে প্রত্যেক মানুষ রয়েছে—মণ্ডলী কি জগত সবাই তার অধীনে। তাঁর শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবে তখন, যখন খ্রীষ্ট আত্মিক জগতের সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারীদের বশ করবেন। তখন তিনি তাঁর রাজ্য পিতা ঈশ্বরের হাতে তুলে দেবেন। সমস্ত শত্রু নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত খ্রীষ্ট রাজত্ব করে যাবেন এবং তারপরেই ঈশ্বরের অনন্তকালীন বা স্বর্গীয় রাজত্ব বাস্তবে পরিণত হবে।

ঈশ্বরের ও মেষ-শিশুর সিংহাসন সেই শহরে থাকবে এবং তাঁর দাসেরা তাঁর সেবা (আরাধনা) করবে। তারা তাঁর মুখ দেখতে পাবে এবং তাঁর নাম তাদের কপালে লেখা থাকবে। রাত আর থাকবে না এবং তাদের আর বাতির আলো বা সূর্যের আলোর দরকার হবে না, কারণ প্রভু ঈশ্বর নিজেই তাদের আলো হবেন। তারা চিরকাল ধরে রাজত্ব করবে (প্রকাশিত ২২ঃ৩-৫)।

সৃষ্টিকর্তা

ত্রাণকর্তা

রাজা

১৫। ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম ও তাঁর চরিত্রের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করবার জন্য, আপনার নোট খাতায় ঈশ্বরের বা তাঁর পুত্রের অথবা পবিত্র আত্মার পাঁচটি নাম লিখুন, এবং কি কি ভাবে এগুলি ঈশ্বরের বিভিন্ন চরিত্র প্রকাশ করে তা ব্যাখ্যা করুন। ঈশ্বর আমাদের প্রশংসা পাওয়ার সত্যই উপযুক্ত, সেই বিষয় কি আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে এই প্রশ্নটি আপনাকে সাহায্য করেছে ?

তিনি কি করেছেন

লক্ষ্য ৪ঃ ঈশ্বর যে বিভিন্ন উপায়ে আমাদের সমস্ত প্রয়োজন মিটানোর বন্দোবস্ত করেছেন, সেগুলি ব্যাখ্যা করতে পারা।

১। ঈশ্বর আমাদের উদ্ধার করেছেন—ঈশ্বর যে শুধু মাত্র মানুষ সৃষ্টি করেছেন তা নয় ; কিন্তু তাদের উদ্ধারেরও বন্দোবস্ত করেছেন। কেউ যে বিনষ্ট হয় তা তিনি চান না, কিন্তু প্রত্যেকেই যেন অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে সেটাই তিনি দেখতে চান। আমাদেরকে তাঁর জন্য রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে, তিনি উদ্ধার পরিকল্পনা করেছেন। তিনি চান যেন স্ত্রী কি পুরুষ প্রত্যেকেই পরিত্রাণ পায়, যেন আমাদের দ্বারা তার গৌরব হয়। আমাদের জন্য তাঁর আসল উদ্দেশ্য হল তাঁর সম্মান ও গৌরব প্রশংসা করা। যিশাইয় ৪৩ঃ৭ পদে লেখা আছে, "যে কেহ আমার নামে আখ্যাত যাহাকে আমি আমার গৌরবার্থে সৃষ্টি করিয়াছি। "তিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন যেন আমরা তাঁর গৌরব ও আরাধনা করি।

২। ঈশ্বর আমাদের তাঁর নিকটবর্তী হবার অধিকার দিয়েছেন —পুরাতন নিয়মে যে লোক পরিষ্কৃত বা ধৌত হত না তাকে পৃথক করে দেওয়া হত। সে সদা প্রভুর কাছে আসতে পারত না (গণনা পুস্তক ১৯ অধ্যায় দেখুন)। যাত্রা ৩০ঃ১৮ পদে পিতলের পাত্র বা প্রক্ষালন-পাত্রের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হবার পূর্বে পুরোহিতদের এখানে হাত এবং পা ধুতে হত। ১ পিতর ২ঃ৯ পদে আমরা দেখতে পাই যে, এখন

আমরা সকলেই পুরোহিত হয়েছি। এর অর্থ যীশু খ্রীষ্টের নামে আমরা সরাসরি উপস্থিত হতে পারি। আমাদেরকে খ্রীষ্টের রক্ত ও ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা ধৌত করা হয়েছে, যেন আমরা ঈশ্বরের কাছে আসতে পারি (ইব্রীয় ১০:১৯-২২)।

৩। ঈশ্বর আদাদের প্রয়োজন মেটানোর বন্দোবস্ত করেছেন— ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের জন্য সমস্ত কিছু যুগিয়ে থাকেন। গীত ২৩ অধ্যায় অনেক লোকের জন্য যথেষ্ট সান্ত্বনা বয়ে নিয়ে এসেছে। "সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না" (১ম পদ)। যে ঈশ্বর আমাদের জীবন দান করেছেন তিনি এই জগতেও আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় যুগিয়ে থাকেন। তিনি শুধু মাত্র আত্মার ঈশ্বর নন, কিন্তু দেহেরও ঈশ্বর। ঈশ্বর "সমস্ত প্রাণীকে আহার দেন' (গীত ১৩৬:২৫)। মথি ৬:২৫-৩৪) পদে যীশু তাঁর শিষ্যদের, ঈশ্বর যে তাদের কথা চিন্তা করেন, সেই বিষয় বলেছেন, "তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তো জানেন যে, এসব জিনিষ তোমাদের দরকার আছে" (৩২ পদ)। আমরা তাঁর আরাধনা করি কারণ তিনি আমাদের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন।

৪। ঈশ্বর আমাদের জন্য একটি স্থানের বন্দোবস্ত করেছেন— বিশ্বাসীর প্রত্যাশা হল, ঈশ্বরের সম্মুখে একটি নূতন পৃথিবী ও নূতন স্বর্গে চিরকাল আনন্দের সাথে জীবন-যাপন করা (প্রকাশিত বাক্য ২১:১ ; যোহন ১৪:১-৩)। সেই সময় ঈশ্বরের রাজ্য চির-কালের জন্য স্থাপিত হবে। সমস্ত জগতের উপর ঈশ্বরের রাজত্ব, পিতা ঈশ্বরের অধীনে স্বর্গ ও মর্তের সব কিছু এনে দেবে। বিশ্বাসীরা একটি চিরস্থায়ী ঘরে ঈশ্বরের সাথে এক অনন্তকালীন সহভাগিতায় বাস করবে। আর আমরা চিরকাল তার আরাধনা করব।

১৬। ঈশ্বর কিভাবে আমাদের উদ্ধারের বন্দোবস্ত করেছেন ?

.....

১৭। ঈশ্বরের সম্মুখে যেতে হলে আমাদের প্রথমে কি করা প্রয়োজন ?

.....

১৮। ঈশ্বর আমাদের জাগতিক প্রয়োজনের বিষয় চিন্তা করেন, তার কি প্রমাণ আমাদের কাছে আছে ?

.....

১৯। মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ কোন্ প্রয়োজন মেটানোর বন্দোবস্ত ঈশ্বর করেছেন ?

.....

মণ্ডলী কেন আরাধনায় ও প্রশংসায় ঈশ্বরের পরিচর্যা করে তার অনেকগুলি কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি। এখন আমরা কিভাবে ঈশ্বরের পরিচর্যা করি সেই দিকে লক্ষ্য করব।

মণ্ডলী কিভাবে ঈশ্বরের পরিচর্যা করে

লক্ষ্য ৫ ঃ ঈশ্বরের পরিচর্যায় মণ্ডলীর বিভিন্ন দিকগুলি এবং সেগুলি কিভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

সমবেত আরাধনার মাধ্যমে

পঞ্চাশত্তমীর দিন সামাজিক অনুষ্ঠানে সমবেত লোকদের মধ্যেই মণ্ডলী জন্ম লাভ করে। বাইবেলে উল্লেখ আছে যে, বিশ্বাসীরা প্রতিদিন সমবেত হত এবং একসাথে রুটি গ্রহণ করত। তারা ঘরে বা মন্দিরে সম্মিলিত হত। তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে থাকল এবং প্রত্যেকেই তাদের সম্মান করত (প্রেরিত ২ঃ৪১-৪৭)। প্রভুর প্রতি এই ভাবেই

তারা আরাধনা উৎসর্গ করত। এটা ছিল খ্রীষ্টের সাথে তাদের প্রতিদিনকার আন্তরিক যোগাযোগের সহজ-সরল বাহ্যিক প্রকাশ।

যেখানে প্রভুর নামে দুই কিম্বা তিনজন লোক একত্র হয়. সেখানেই একটি মণ্ডলী গঠিত হয়। তারা একটা ঘর বা কোন খালি জায়গায় মিলিত হতে পারে। মণ্ডলী, প্রার্থনা বা পরিচর্যার জন্য সমবেত দুইটি কিম্বা তিনটি পরিবার নিয়ে হতে পারে, অথবা একটি সুন্দর দালানে সমবেত হাজার হাজার লোকদের নিয়েও সেটা গঠিত হতে পারে। উপাসনা সভার সময় আমরা দৃশ্য কতগুলি চিহ্ন বা আমাদের বিভিন্ন কথার মাধ্যমে প্রকাশ করি যে আমাদের জীবন প্রভুর সাথে এক সহভাগিতায় বাঁধা।

পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের সন্তানেরা আরাধনার জন্য বিশেষ ভাবে নির্মিত মন্দিরে সমবেত হত। আরাধনার জন্য আগমনকারী সন্তান-দের বিষয় ঈশ্বর বলেন ঃ "তাহারাই আমার ধর্মধামে প্রবেশ করিবে, এবং তাহারাই আমার পরিচর্যা করণার্থে আমার মেজের নিকটে আসিবে, ও আমার রক্ষণীয় রক্ষা করিবে" (যিহিস্কেল ৪৪ঃ১৬)।

২০। এই শাস্ত্রাংশটি (যিহিস্কেল ৪৪ঃ১৬) পুরাতন নিয়মের সেই পুরোহিতদের কথা প্রকাশ করে, শুধুমাত্র যাদের ধর্মধামে প্রবেশ করবার এবং সদাপ্রভুর সেবা করবার অনুমতি ছিল। এই বিষয়কে কিভাবে আমরা সমবেত আরাধনায় আমাদের নিজেদের পরিচর্যার অভিজ্ঞতায় প্রয়োগ করতে পারি ?

....

.....

সমবেত আরাধনায় আমরা ঈশ্বরের পরিচর্যা করি। এটি ধর্ম-ধামের মধ্যকার পরিচর্যা। এই স্থান হল মঙ্গল, সত্য ও সৌন্দর্যের স্থান। দায়দ গানে গেয়েছেন, "সদাপ্রভুর নামের গৌরব কর, নৈবেদ্য সঙ্গে লইয়া তাঁহার সম্মুখে আইস, পবিত্র শোভায় সদাপ্রভুকে প্রণিপাত কর" (১ বংশাবলি ১৬ঃ২৯)।

আরাধনা সভা আমাদেরকে আরাধনায় আহবান করে। পরিচর্যাকারীরা বিশ্বাসীদের প্রভুর আরাধনায় নেতৃত্বদান করেন। বিশ্বাসীদের, ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতার অনুগ্রহ দানটি গ্রহণ করবার জন্য আহবান করা হয়েছে। একটি খ্রীষ্টিয় আরাধনা সভায় নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করা যায়।

অনুপ্রেরণা

১। গান—আরাধনায় ঈশ্বরের প্রতি আমাদের অনুভূতি প্রকাশের একটি অপরিহার্য অংশ হল গান। বাইবেলের গীতসংহিতা পুস্তকে একবার লক্ষ্য করুন, দেখতে পাবেন সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে অসংখ্য ধন্যবাদ ও প্রশংসা গীতি এবং বাদ্য যন্ত্রের সাথে তাঁর আরাধনার প্রচুর উল্লেখ রয়েছে। যখন আমরা সমবেত কণ্ঠে উচ্চস্বরে প্রশংসা গান গাই, যখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সদাপ্রভুর আরাধনা করি, তখন তিনি সত্যই পরিতৃপ্ত ও গৌরবান্বিত হন।

২। প্রার্থনা—ঈশ্বর চান যেন আমাদের প্রার্থনার মধ্যে আরাধনা ও প্রশংসা উপস্থিত থাকে। "এজন্য তোমরা এই ভাবে প্রার্থনা কোরো—আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক (মথি ৬ঃ৯)।" দেখ, হে সদাপ্রভুর দাস সকল, তোমরা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর,.....তোমরা পবিত্র স্থানের দিকে স্ব স্ব হস্ত উত্তোলন কর, ও সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর (গীত ১৩৪ঃ১-২)।

৩। সাক্ষ্য—গীতসংহিতা ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও দয়ার সাক্ষ্যে পরিপূর্ণ। যখন আমরা সবার সামনে ঈশ্বরের দয়ার কথা বর্ণনা করি, তখন সম্পূর্ণ বিশ্বাসী সমাজ আমাদের সাথে ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিতে পারে এবং তাদের স্ব স্ব প্রয়োজনে তাঁর উপর বিশ্বাস করতে শেখে।

৪। দান—যে জাগতিক আশীর্বাদ ঈশ্বর আমাদের দান করেছেন, তার কিছু তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া আরাধনার একটি অংশ। তাঁর

বিবিধ মঙ্গল ও দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হৃদয় থেকেই আমরা দিয়ে থাকি। আমাদের নৈবেদ্য ও দান সকল প্রভুর চরণে সমর্পণ করতে পারা আমাদের জন্য এক বিরাট সুযোগ। এই সুযোগ আমাদের কিনে নেওয়া উচিত।

পদ প্রদর্শন

৫। বাক্য প্রচার—"তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ, আমার পথের আলোক" (গীত ১১৯ঃ১০৫)। "আমি তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি—ঈশ্বরের বাক্য প্রচার কর ;·····সব সময়েই প্রচারের জন্য প্রস্তুত থাক ; খুব ধৈর্যের সঙ্গে শিক্ষা দিয়ে লোকদের দোষ দেখিয়ে দাও, তাদের সাবধান কর ও উপদেশ দাও" (২ তীমথিয় ৪ঃ২)। আমরা যখন একত্রিত হয়ে ঈশ্বরের বাক্য শুনি তখন আমাদের হৃদয় ঈশ্বরের প্রেম ও আরাধনায় আকৃষ্ট হয়।

আরাধনার বিভিন্ন প্রকাশ

গান — প্রার্থনা — সাক্ষ্য — দান — প্রচার

২১। সমবেত আরাধনার এই দিকগুলিকে কিভাবে ঈশ্বরের প্রতি মণ্ডলীর পরিচর্যা বলা যায়, তা আপনার নিজের কথায় ব্যাখ্যা করুন।

.....

....

খ্রীষ্টের দেহে অর্থপূর্ণ আরাধনার পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য এখানে কতগুলি সাহায্যকারী পরামর্শ দেওয়া হল।

১। উপাসনা সভার পূর্বে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করুন—মণ্ডলীকে আরাধনায় এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পরিচর্যা-কারীর। প্রার্থনার মাধ্যমে নিজের হৃদয়কে তাঁর প্রথমে প্রস্তুত করা উচিত, এবং ঈশ্বরের সন্তানদের আরাধনায় সাহায্য করবার লক্ষ্যে সভার বিভিন্ন কার্যক্রম পূর্ব পরিকল্পনা করা উচিত।

২। পবিত্র আত্মাকে প্রবাহের সুযোগ দিতে হবে—জীবনে খুব কম অভিজ্ঞতাই আছে যার সাথে ঈশ্বরের আরাধনার "আত্মায় ও সত্যে" (যোহন ৪ঃ২৪) তুলনা করা যেতে পারে। ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণ আরাধনা মানুষকে ঈশ্বরের কাছে তার আত্মা সমর্পণে সাহায্য করে। আরাধনার সময় ঈশ্বর মানুষের সাথে মিলিত হন। তাই আরাধনায় আত্মার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। পবিত্র আত্মা, বাতাসের মত যে দিকে ইচ্ছা প্রবাহিত হন, মানুষের আদেশ অনুযায়ী তিনি চলেন না। তাই তার নির্দেশ বা পরিচালনার জন্য সদা প্রস্তুত থাকবেন। পবিত্র আত্মার পরিচালনায় কোন বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় না।

৩। দেহের প্রত্যেক সদস্যকে আরাধনায় অংশগ্রহণ করা উচিত—আরাধনা সভাকে একটি সহযোগিতামূলক সভা হতে হবে—অর্থাৎ সেটি সম্মিলিতভাবে বা একদেহে হতে হবে। মণ্ডলী যখন একত্রে আরাধনা করে তখন ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন ঃ "দেখ, ইহা কেমন উত্তম ও কেমন মনোহর যে, ভ্রাতারা এক সঙ্গে ঐক্যে বাস করে।" (গীত

১৩৩ঃ১)। সমস্ত দেহ গান, প্রার্থনা ও প্রশংসা, সাক্ষ্য, দান ও ঈশ্বরের বাক্যে সাড়া প্রদানে অংশগ্রহণ করে। অনেক সময় আরাধনা সভার সময় খ্রীষ্টের দেহের সদস্যরা একজন অন্যজনকে সাহায্য ও সহযোগিতা দানের অনুপ্রেরণা লাভ করে, এবং সেইভাবে কাজ করে।

প্রকৃত আরাধনা হবে আন্তরিক। হৃদয় থেকে এ ধরনের আরাধনা সৃষ্টি হয়। এটি হবে উর্ধ্বমুখী এবং অনুপ্রেরণাদায়ী। এটি সদাপ্রভুকে উচ্চীকৃত করে এবং মানুষকে তার সম্মুখে উপস্থিত করে। আরাধনা হতে হবে শ্রদ্ধাপূর্ণ। ঈশ্বরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান বোধ সেখানে থাকতে হবে। মণ্ডলী যখন আরাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরের পরিচর্যায় একত্রিত হয় তখন সেখানে সম্ভ্রম, পবিত্রতা ও শ্রদ্ধার এক অপূর্ব পরিবেশ দেখা যায়।

২২। সমবেত আরাধনায় ঈশ্বরের প্রতি মণ্ডলীর পরিচর্যা সম্বন্ধে নীচের কোন্ বাক্যগুলি সত্য ?

ক) আদি মণ্ডলীর সময় থেকে বিশ্বাসীরা সমবেত আরাধনায় মিলিত হয়ে আসছে।

খ) একজন বিশ্বাসীর উচিত তার আরাধনাকে ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে করা, যার সহভাগি সে অন্যদের করতে পারে না।

গ) সমবেত আরাধনায় কোন কোন অংশকে আরাধনার অংশ বলে গ্রহণ করা যায় না।

ঘ) ঈশ্বরের প্রতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিচর্যা হল, প্রশংসা ও আরাধনার পরিচর্যা।

ঙ) আরাধনা সভাকে এত যত্নের সাথে এবং সাবধানে পরিকল্পনা করতে হবে যেন কোন কিছুই এর পরিবর্তন করতে না পারে।

চ) পবিত্র আত্মাকে যখন আরাধনায় প্রবাহিত হবার সুযোগ দেওয়া হয়, তখন স্বাধীনতা ও শৃংখলা দুটোই সেখানে থাকে।

ছ) সমবেত বা সহযোগিতামূলক আরাধনা দেহকে বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দান করে।

দৈনিক সমর্পণের মাধ্যমে

বিশ্বাসী শুধু মাত্র অন্যদের সহচার্যে আরাধনা করে তা নয়। ঈশ্বরের প্রতি মণ্ডলীর পরিচর্যা, প্রভুর প্রতি বিশ্বাসীদের ব্যক্তিগত সমর্পণের উপর নির্ভর করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবন অবশ্যই প্রভুর কাছে সমর্পিত হতে হবে। তাঁকে আমাদের জীবনে প্রথম ও প্রধান স্থান দিতে হবে।

প্রভুকে ব্যক্তিগতভাবে আরাধনা করার আকাংখা আপনার জন্য খুবই স্বাভাবিক। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে পরিচর্যা করবার সময় এবং তাঁর ইচ্ছার কাছে সমর্পিত হবার সময়, নীচের বিষয়গুলি স্মরণে রাখবেন ঃ

১। বিশ্বাসের সাথে ঈশ্বরের আরাধনা—বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। বিশ্বাসের মাধ্যমেই আমরা প্রভুর কাছে আসি। তাঁকে সৃষ্টিকর্তা এবং আপনার জীবনের পরিত্রাণকর্তা ঈশ্বর হিসাবে বিশ্বাস করুন। আপনার সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম বলে তার প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করুন।

২। প্রকৃত অর্থের সাথে আরাধনা—"তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনর্থক লইও না, কেননা যে কেহ তাঁহার নাম অনর্থক লয়, সদাপ্রভু তাহাকে নির্দোষ করিবেন না" (যাত্রা ২০ঃ৭)। আমরা যখন সদাপ্রভুর নামে ডাকি বা প্রার্থনা করি, তখন আমাদেরকে অবশ্যই সেই নামের শক্তিকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতে হবে। ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম কিভাবে তাঁর চরিত্র বর্ণনা করে তা আমরা লক্ষ্য করেছি। আমরা যখন অন্যদের বলি "আমি খ্রীষ্টিয়ান" (যার অর্থ "খ্রীষ্টের মত") কিন্তু এমন আচরণ করি যার দ্বারা তার নামের অগৌরব হয়, তখন ঈশ্বরের নামের অপব্যবহার করা হয়। আমাদের

আরাধনা তখনই অর্থপূর্ণ হয় যখন আমরা তাঁর বাক্যের বাধ্য হই, এবং আমাদের সমস্ত কাজে তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি।

৩। আনন্দের সাথে আরাধনা—গীত ৩৩ঃ১ পদে আছে, "ধার্মিকগণ, সদাপ্রভুতে আনন্দ ধ্বনি কর ; প্রশংসা করা সরল (বাধ্য) লোকদের উপযুক্ত"। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে প্রকৃত আরাধনা আমাদের বাধ্যতার উপর নির্ভর করে। আমরা যখন তাঁর বাধ্য হই তখন তিনি সন্তুষ্ট হন, এবং তিনি আমাদের হৃদয় আনন্দে প্রশংসায় পূর্ণ করে দেন, যা আমরা আমাদের আরাধনায় প্রকাশ করি।

৪। নতুনতার সাথে আরাধনা—গীত ৩৩ঃ৩ সদাপ্রভুর উদ্দেশ্য "নূতন গীত" গান করতে বলে। আমরা যখন নূতনভাবে ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য সৃষ্টিকর্তা পিতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করি তখন সত্যিই তিনি আনন্দিত হন। প্রভুর উদ্দেশ্যে নূতন গানের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর অনুগ্রহের নতুন স্বাদ ও আহ্লাদ উপভোগ করি।

৫। প্রত্যাশার সাথে আরাধনা—ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা। আমাদের প্রত্যাশা সদাপ্রভু, "তিনিই আমাদের সহায় ও আমাদের ঢাল। হ্যাঁ, আমাদের চিত্ত তাহাতেই আনন্দ করিবে, কেননা আমরা তাঁহার পবিত্র নামে বিশ্বাস করিয়াছি" (গীত ৩৩ ঃ ২০)। আপনার প্রাতিদিনের পরীক্ষা ও সংকটের মধ্যে স্মরণ করুন ঈশ্বরকে যিনি প্রকৃতির সমস্ত শক্তির উপর কর্তৃত্বকারী, সমস্ত কাল ও ঘটনাকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। সমস্ত অবস্থার উপর তিনি আমাদের বিজয় দিয়েছেন। আমরা তাঁর বিজয়ে বিজয়ী হব। ঈশ্বরের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নেই।

২৩। ঈশ্বরের প্রতি মণ্ডলীর পরিচর্যা কিভাবে ব্যক্তি খ্রীষ্টিয়ানের উপর নির্ভর করে ?

.....

.....

অন্যদের সেবার মাধ্যমে

মণ্ডলী আরেকটি যে গুরুত্বপূর্ণ পথে ঈশ্বরের পরিচর্যা করে সেটি হল অন্যদের প্রতি পরিচর্যা। আমরা একে অন্যকে প্রভুর নামে পরিচর্যা করবার মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনা করি। যীশু বলেছেন,

> "যে তোমাদের গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে, আর যে আমাকে গ্রহণ করে, আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন সে তাঁকেই গ্রহণ করে। যে কেউ এই সামান্য লোকদের মধ্যে একজনকে আমার শিষ্য বলে এক বাটি ঠাণ্ডা জল দেয়, আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, সে কোনমতে তার পুরস্কার হারাবে না (মথি ১০:৪০, ৪২)।

প্রেরিত পৌল বলেছেন, "ভালবাসার মনোভাব নিয়ে একে অন্যের সেবা কর" (গালাতীয় ৫:১৩)।

একে অন্যের সেবা দৈহিক কিম্বা বস্তুগত হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যেও খ্রীষ্টকে গৌরবান্বিত করবার আত্মিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তাঁর নামে এক কাপ জলও একটি আত্মিক পরিচর্যা। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে পরিচর্যার একটি উদাহরণ দেখিয়েছিলেন। বিশাল জনতাকে ক্ষুদিত অবস্থায় ফিরিয়ে না দিয়ে বরং তাদের খাবার যুগিয়েছিলেন।

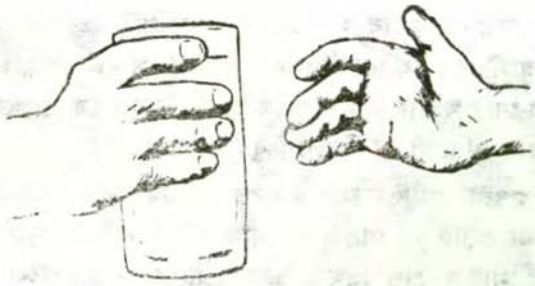

একটি আত্মিক পরিচর্যা

অন্যের সেবা ও পরিচর্যার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর মণ্ডলীতে বিশেষ বর দান করেছেন (১ করিন্থীয় ১২ঃ৭)। খ্রীষ্টের দেহে আমাদের নির্দিষ্ট দায়িত্বের বা স্থানের জন্য আমরা বিশেষ বিশেষ দান লাভ করি, কিন্তু এই প্রত্যেকটি দানের পিছনেই পরস্পরকে সেবা করার উদ্দেশ্যেও বর্তমান থাকে। পরবর্তী পাঠে আমরা এই দানগুলির বিষয়ে আরো আলোচনা করব। আসুন আমরা ঈশ্বরের এই দানগুলির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণকারী হয়ে উঠি। প্রেরিত পিতর একে অন্যকে সেবা করা সম্বন্ধে এই কথাগুলি লিখেছেন ঃ

> তোমরা একে অন্যকে গভীরভাবে ভালবাস, আর এটাই হল সবচেয়ে বড় কথা, কারণ ভালবাসা অনেক পাপকে ঢেকে রাখে। কোন রকম বিরক্তি প্রকাশ না করে তোমরা একে অন্যকে অতিথি হিসাবে গ্রহণ কর। ঈশ্বরের দয়া পেয়ে যে লোক বিশ্বস্তভাবে তা কাজে লাগিয়েছে, সেই রকম লোক হিসাবে তোমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে যে যেরকম দান পেয়েছ, তা একে অন্যের সেবা করবার জন্য ব্যবহার কর। যদি কেউ প্রচার করে, তবে সে এইভাবে প্রচার করুক যেন সে ঈশ্বরের নিজের মুখের কথা বলছে। যদি কেউ সেবা করে, তবে ঈশ্বরের দেওয়া শক্তিতে সে সেবা করুক, যেন যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সব কিছুতে ঈশ্বরই গৌরব পান। গৌরব ও শক্তি চিরকাল তাঁরই (১ পিতর ৪ঃ৮-১১)।

২৪। অন্যদের সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি আপনি বা মণ্ডলীর অন্য বিশ্বাসী, যে বিভিন্ন উপায়ে পরিচর্যা সম্পন্ন করেছেন, সেগুলি আপনার নোট খাতায় লিখুন। আপনার সেবা যে প্রকৃতই ঈশ্বরের প্রতি একটি পরিচর্যা তা কিভাবে বুঝতে পারবেন ?

২৫। মণ্ডলী যে তিনভাবে ঈশ্বরের পরিচর্যা করে, সেগুলি আমরা আলোচনা করছি। পাঠটি না দেখে এই তিনটি মাধ্যম বা উপায় আপনার নোট খাতায় লিখুন, এবং এদের প্রত্যেকটিকে কার্যকারী ভাবে আপনার মণ্ডলীতে ব্যবহার করবার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

উপায় কি বলে মনে করেন, তাও লিখুন। এই প্রশ্নমালাটির উত্তর দেবার সময় তাড়াতাড়ি না করে, প্রার্থনাপূর্বক এটি করুন। সাথে সাথে ঈশ্বরের কাছে যাঞ্চা করুন যেন খ্রীষ্টের দেহের সদস্য হিসাবে, তাঁর পরিচর্যা আরো প্রচুর পরিমাণে করবার প্রয়োজনীয় শক্তি ও সাহায্য তিনি দান করেন।

২৬। পাঠটি শেষ করবার আগে আমি চাই যে ঈশ্বরের পরিচর্যায় আপনি নিজে এবং আপনার মণ্ডলী কিভাবে, কতটুকু পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছেন তা পরীক্ষা করে দেখবেন। প্রথম ছকে আপনার এবং দ্বিতীয় ছকে মণ্ডলীর সঠিক বর্তমান অবস্থা টিক (√) চিহ্ন দিয়ে দেখান।

আপনার আরাধনার অভিজ্ঞতা ঃ	সব সময়	প্রায়ই	মাঝে মাঝে	কদাচিৎ	কখনও না
ক) প্রতিদিন কি প্রভুর আরাধনায় সময় দান করেন ?					
খ) গানের মাধ্যমে কি তার আরাধনা করেন ?					
গ) প্রশংসা এবং সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে কি তার আরাধনা করেন ?					
ঘ) উপহার দানের মাধ্যমে কি তার আরাধনা করেন ?					
ঙ) বাইবেল অধ্যয়নের মাধ্যমে কি তার আরাধনা করেন ?					
চ) ঈশ্বরের নামের অগৌরব যেন না হয়, সে জন্য কি তাঁর বাক্যের বাধ্য থাকতে অভ্যাস করেন ?					
ছ) আপনার জীবন কি, ঈশ্বর কে এবং তিনি আমাদের জন্য কি করেছেন, তাঁর এক উত্তম সাক্ষ্য স্বরূপ ?					
জ) আপনার মণ্ডলীর প্রতি অথবা এর সভ্য-দের প্রতি সেবার মাধ্যমে আপনি কি প্রভুর পরিচর্যা করেন ?					
ঝ) আপনি কি প্রতিদিন ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের চরণে পরিপূর্ণ সমর্পিত জীবন-যাপন করেন ?					

ঈশ্বরের প্রতি আপনার মণ্ডলীর পরিচর্যা ঃ	সব সময়	প্রায়ই	মাঝে মাঝে	কদাচিৎ	কখনও না
ক) উপাসনায় গানগুলি কি সত্যই আরাধনা-পূর্ণ হয় ?					
খ) আরাধনা গৃহে কি ভক্তি, সৌন্দর্য্য ও শৃংখলা উপস্থিত থাকে ?					
গ) প্রশংসা ও সাক্ষ্যদানের সহভাগিতামূলক আরাধনার জন্য কি সময় দেওয়া হয় ?					
ঘ) দেহের সদস্যদের কি আরাধনার অঙ্গ হিসাবে পরস্পরকে পরিচর্যায় উৎসাহিত করা হয় ?					
ঙ) আরাধনার মনোভাব সহকারে কি উপহার দেওয়া হয় ?					
চ) আরাধনা পরিচালনা করবার জন্য পবিত্র আত্মাকে কি স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ দেওয়া হয় ?					
ছ) পরিচালনাকারী কি উপাসনাকে আরাধনার একটি সময় হিসাবে যত্নের সাথে প্রস্তুত ও পরিকল্পনা করেন ? (নিজে যতটুকু উপলব্ধি করেন সেটি লিখুন।)					
জ) প্রার্থনার সময় কি প্রভুর আরাধনা এবং তাঁর যোগ্যতার উপযুক্ত মূল্য প্রদান লক্ষ্য করা যায় ?					

২৭। প্রভুকে আরো ভালোভাবে আরাধনা করবার জন্য যে পরিকল্পনা আপনি গ্রহণ করেছেন, তা আপনার নোট খাতায় লিখুন।

২৮। মণ্ডলীর সমবেত আরধনায় অগ্রগতির জন্য আপনি যে উপায়গুলি ভাল মনে করেন, সেগুলি নোট খাতায় লিখুন।

২৯। এই পাঠ কি আপনাকে আরাধনার জন্য ঈশ্বরের উপযুক্ততা বা যোগ্যতা সম্পর্কে আরো ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে ? কিভাবে এই সাহায্য পেয়েছেন তা আপনার নোট খাতায় লিখুন।

পরীক্ষা—৫

সবচেয়ে সঠিক উত্তরটি বেছে বের করুন।

১। আরাধনা হল—

ক) আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তর উপায়।

খ) ঈশ্বরের যোগ্যতার স্বীকৃতি এবং সেই স্বীকৃতির প্রতি আমাদের সাড়া প্রদান।

গ) কাউকে বা কোন জিনিষকে ভালবাসার একটি অনুভূতি।

ঘ) কোন ব্যক্তির সামনে হাটু গাড়া বা মাথা নত করা।

২। আমাদের আরাধনা পাবার জন্য ঈশ্বরের আকাংখা, তাঁকে আরাধনা করবার জন্য আমাদের নিজেদের আকাংখা, এবং আমরা যখন তাঁর আরাধনা করি তখন তিনি আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন এই সত্যগুলির দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে—

ক) আমরা যে খ্রীষ্টিয়ান আরাধনাই তার একমাত্র প্রমাণ নয়।

খ) ঈশ্বরকে আরাধনা করার যোগ্য আমরা না।

গ) অন্যদের সেবা করাকে ঠিক আরাধনা বলা যায় না।

ঘ) ঈশ্বরের প্রতি আমাদের পরিচর্যার একটি অংশ হিসাবে আরাধনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩। আরাধনা শুরু হয়—

ক) যখন ঈশ্বর মানুষের নিকটবর্তী হন।

খ) যখন মানুষ ঈশ্বরের কাছে আসে।

গ) অন্যদের সেবার মাধ্যমে।

ঘ) ঈশ্বরকে আমাদের প্রয়োজন জানানোর মাধ্যমে।

৪। সবচেয়ে স্পষ্ট যে পথে ঈশ্বর মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তা হল—

ক) প্রকৃতি।

খ) ভাববাদীগণ।

গ) তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্ট।

ঘ) অলৌকিক ঘটনাসমূহ।

৫। আরাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ—

ক) আমাদের বাহ্যিক পরিচর্যা কাজে লক্ষ্য করা যায়।

খ) গানের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

গ) আন্তরিক ও আত্মিক।

ঘ) স্বর্গ দূতদের মধ্যেই সম্ভব।

৬। প্রকৃত আরাধনা সম্পর্কে নীচের কোন্ বাক্যটি সত্য নয়?

ক) এটি নির্ভর করে কতগুলি নিয়ম বা অনুষ্ঠান পালন করার উপর।

খ) এটি মানুষের সম্পূর্ণ সত্বার সাড়া।

গ) এটি, যে আরাধনা করে তার অনুভূতির কথাও প্রকাশ করে।

ঘ) এটি ঈশ্বরের সম্মুখে সম্পূর্ণ সমর্পণের মনোভাব প্রকাশ করে।

৭। আত্মায় ঈশ্বরের আরাধনা করার অর্থ—

ক) আরাধনা এমন কোন বিষয় না যা আমরা করি, কিন্তু এটি আমরা অনুভব করি।

খ) প্রার্থনাই আরাধনার একমাত্র কার্যকারী পথ।

গ) আমাদের আত্মার সাথে অবশ্যই তাঁর আত্মার সংযোগ থাকতে হবে।

ঘ) আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা আমরা আরাধনার অর্থ বুঝতে পারি না।

৮। আরাধনায় ঈশ্বরের বিভিন্ন নামগুলির অর্থ জানা প্রয়োজন। কারণ—

ক) আরাধনার যোগ্য হবার জন্য তিনি কি করেছেন এবং তিনি কে তা এই নামগুলি প্রকাশ করে।

খ) তাঁর নামগুলি এতই পবিত্র যে সেগুলি জোরে উচ্চারণ করা যায় না।

গ) একমাত্র এই ভাবে তিনি আমাদের প্রয়োজন মিটাবেন।

৯। ইম্মানুয়েল নামের অর্থ—

ক) জীবন্ত ঈশ্বর।

খ) আমাদের সাথে ঈশ্বর।

গ) আরোগ্যদায়ী প্রভু।

ঘ) সদাপ্রভু যোগাইবেন।

১০। যীশুর কোন নাম ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনায় তাঁর অংশ পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করে ?

ক) আশ্চর্য্য মন্ত্রি

খ) শান্তিরাজ

গ) ইম্মানুয়েল

ঘ) ত্রাণকর্তা

১১। মানুষের যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মেটানোর বন্দোবস্ত ঈশ্বর করেছেন, সেটি হল—

ক) তার জাগতিক বিষয়াদির প্রয়োজন।

খ) অন্য খ্রীষ্টিয়ানদের সাথে সহভাগিতার প্রয়োজন।

গ) আমাদের কাজে পরিপূর্ণতা।

ঘ) তাঁর সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন।

১২। নীচের কোন বাক্যটি একজন খ্রীষ্টিয়ানের জীবনে সমবেত আরাধনার স্থান সবচেয়ে ভালভাবে ব্যাখ্যা করে ?

ক) আরাধনার জন্য যে খ্রীষ্টিয়ানদের অন্যদের উপস্থিতির মধ্যে থাক বার প্রয়োজন হয় সমবেত আরাধনা তাদের জন্য ভাল। কিন্তু ব্যক্তিগত আরাধনার মত এটি তত গুরুত্বপূর্ণ নয়।

খ) খ্রীষ্টের সাথে আন্তরীক সম্পর্কের বাহ্যিক প্রকাশ হিসাবে সমবেত আরাধনা খ্রীষ্টিয়ানের জন্যই প্রয়োজনীয়। যখন প্রত্যেকটি সদস্য এক সাথে আরাধনা করে তখন আরো পরস্পর এবং খ্রীষ্টের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

১৪। কারণ তিনি সেই সৃষ্টিকর্তা যিনি তার সৃষ্টির সমস্ত প্রয়োজন যুগিয়ে থাকেন।

১। মন্ডলী (খ্রীষ্টের দেহ)।

১৫। এই পাঠে এ সম্বন্ধে যে উদাহরণগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি দেখুন।

২। সমস্ত জাতি, গোষ্ঠী, লোক ও ভাষার মধ্য থেকে।

১৬। তাঁর পুত্রের বলিদানের মাধ্যমে।

৩। কারণ তারা তাঁকে ভালবাসে, কারণ তিনি তাদের সৃষ্টিকর্তা, কারণ তিনি তাদের উদ্ধার করেছেন, কারণ তারা আর কখনও ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা যন্ত্রনা ভোগ করবে না, এর যে কোনটিই ঠিক।

১৭। আমাদেরকে খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা ধৌত হতে হবে যেন আমরা তাঁর সম্মুখে যাবার উপযুক্ত হই।

৪। ক) সত্য
খ) মিথ্যা

গ) সত্য
ঘ) মিথ্যা
ঙ) সত্য

১৮। আপনার নিজের উত্তর লিখুন। বাইবেলে এর প্রমাণ রয়েছে (গীত ২৩ ঃ১, ১৩৬ঃ২৫ ; মথি ৬ঃ২৫-৩৪), এবং আমাদের জীবনেও তাঁর অজাচিত অনুগ্রহের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে।

৫। ঈশ্বর চান যেন আমরা তাঁর আরাধনা করি, মানুষের জীবনে আরাধনা করার আকাংখা রয়েছে, এবং আমরা যখন ঈশ্বরের আরাধনা করি তখন তিনি আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন।

১১। তাঁর সাথে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন, যা আমরা স্বর্গে অনন্ত ধামে লাভ করব।

৬। আপনার উত্তর।

২০। খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা সবাই যাজক হয়েছি, এবং সরাসরি ঈশ্বরেব কাছে যাবার অধিকার আমাদের দেওয়া হয়েছে।

৭ সৃষ্টির মাধ্যমে, বাক্যের (বাইবেল) মাধ্যমে, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে, মণ্ডলীর মাধ্যমে এর যে কোন তিনটি।

২১। আপনার উত্তর লিখুন। আমাদের উত্তর হল—এগুলির মধ্য দিয়ে মন্ডলী, ঈশ্বর যে আরাধনা পাবার উপযুক্ত তা দেখিয়ে দেয় এবং তাঁর প্রতি সাড়া দেয়।

৮। ঈশ্বরের যোগ্যতা বা মহামূল্যতা বুঝতে পেরে তাঁকে সম্মান করা।

২২। ক) সত্য
খ) মিথ্যা
গ) মিথ্যা
চ) সত্য

গ) মিথ্যা ছ) সত্য
ঘ) সত্য

৯। ক) সত্য ঘ) সত্য
খ) সত্য ঙ) সত্য
গ) মিথ্যা

২৩। ঈশ্বরের প্রতি মণ্ডলীর পরিচর্যা সম্পন্ন করতে হলে, দেহের প্রত্যেক সদস্যকে বাধ্যতায় ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে। ব্যক্তিগত আরাধনায় তার সময় দিতে হবে এবং জীবনে সদাপ্রভুকে উপযুক্ত সম্মান দিতে হবে।

২৪। আপনার উত্তর লিখুন। আপনি হয়ত লিখিছেন, শিক্ষাদান, উপাসনাঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, ছোট ছেলেমেয়েদের যত্ন নেওয়া, বা কয়ারে গান গাওয়ার মাধ্যমে আপনি এই কাজ করছেন। অথবা হয়ত আপনি রোগী তত্বাবধান, বন্দীদের সাথে দেখা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সাহায্য, দুঃখিতকে সান্ত্বনা ইত্যাদি এ ধরনের অন্যান্য কাজের উল্লেখ করছেন। এসব কিছুকে আমরা প্রভুর পরিচর্যা বলতে পারি যদি তা ঈশ্বরের গৌরবার্থে করা হয়। ভাল কাজ বলে বা আমাদের সুনামের জন্য করলে, তাকে আমরা প্রভুর প্রতি পরিচর্যা বলতে পারি না।

২১। আপনার নিজের কথায় লিখুন। আরাধনা তখনই সম্ভব হয় যখন ঈশ্বর বিশ্বাসীদের নিকটে আসেন, এবং বিশ্বাসী তাঁর প্রতি সাড়া দেয়। এটি হল ঈশ্বরের আত্মার সাথে মানুষের আত্মার যোগাযোগ বা সম্মিলন।

২৫। "মণ্ডলী কিভাবে ঈশ্বরের পরিচর্যা করে" পাঠের এই অংশ থেকে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। মণ্ডলী সমবেত আরাধনায়, দৈনিক ব্যক্তিগত সমর্পণে, এবং অন্যদের সেবার মাধ্যমে এই পরিচর্যা সম্পন্ন করে।

১২। ক) যীশু।

খ) ইম্মানুয়েল (আমাদের সহিত ঈশ্বর)।

গ) মশীহ।

ঘ) মহান ঈশ্বরের পুত্র।

ঙ) ত্রাণকর্তা।

চ) রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু।

ছ) আশ্চর্য্য মন্ত্রি, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তি-রাজ।

২৬ – ২৯। আপনার উত্তর লিখুন। আমি আশা করি যে এই পাঠের সত্যগুলি আপনি আপনার জীবনে প্রয়োগ করবেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি তার অপূর্ব সৃষ্টির জন্য, এবং আরাধনার মাধ্যমে তাঁর সাথে সহভাগিতা রাখবার সুন্দর সুযোগ দেওয়ার জন্য।

১৩। ক) সাহায্যকারী।

খ) অনুগ্রহের আত্মা।

গ) জীবনের আত্মা।